দৈনিক জনতা

তারিখ 07 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

006

প্রসঙ্গ

সাক্ষর

অধ্যাপিকা ফিরোজা মেরী 07 SEP 1987

শ্লেটে নিজের নাম লেখা শিখেছে একজন নিরক্ষর ভাই। শিক্ষার আলো তার মুখে আনন্দের ছটা এনে দিয়েছে

কালের আবর্তে বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস প্রতিবছরই ঘুরে ঘুরে আসে। বিশ্বের কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ দিবসে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। বিশ্বকে অশিক্ষার হাত থেকে মুক্ত না করতে পারলে বৃহত্তর মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। বিশ্বকে নিরক্ষরতার অভিসাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে প্রতিজ্ঞা গরই নবায়ন হয় প্রতিবছর সাক্ষরতা দিবসটি পালনের মাধ্যমে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নেই। আমরাও পালন করি কিন্তু কতটুকু আশাব্যঞ্জক সারা পাওয়ার যায় ইসারায় কতটুকু এগুতে পেরেছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দের শতকরা ৪৬ ভাগের বেশি দেয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে শিক্ষাখাতের উন্নয়ন ব্যয় ৪৮৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এ খাড়াও ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে ১০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বরাদ্দ করা হলেও কার্যত বিদ্যালয় ত্যাগী ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বেড়েছে নানা তাড়নায়। শিক্ষিত বেকারের হার দিনে দিনে যে ভয়াবহ পরিসংখ্যানে দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে একটি পরিবারকে খাওয়া পরায় সুনিশ্চিত করতে পারছে না একজন শিক্ষিত যুবক। অথচ অশিক্ষিত একজন যুবক হয় লাঙ্গল ধরে নয় রিকশা চালিয়ে নয়ত যে কোন ধরনের শ্রমিকের কাজ করে একটি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে পুরোপুরি না হলেও কিছু অংশে সাহায্য করতে পারছে

অন্যথায় একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের মন মানসিকতা এমন এক পর্যায় এসে পৌঁছেছে যেখানে সে শ্রমিকের অথবা কৃষকের খাতায় নাম লেখাতে পারছে না। এ দেশে শ্রমকে ঘেন্না করা হয় এবং শ্রমের মর্যাদা দিতে আমরা সবাই কুণ্ঠিত।

অথচ একটা উন্নত দেশে আমরা কি দেখি। পরীক্ষা পরবর্তী সমাজগুলোতেও তারা বসে নেই, পরীক্ষা দেবার পর রেজাল্ড বেরুনোর অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে তারা হোটেলে অথবা ব্যাংকে অথবা যে কোন উপযোগী কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখছে। তাতে করে তাদের সময়গুলো খুব সুন্দর করে কাটছে। বাড়তি কিছু টাকাও আসছে।

আমাদের দেসে এসব সুযোগের অভাব তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেকার হয়ে বসে থেকে অবসর যাপনের নানা রকম ফন্দিফিকির বের করতে হয় ছাত্রদের। এর সঙ্গে ছিনতাই রাহাজানির ঘটনাও জড়িত হয় অনেক ক্ষেত্রে।

এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি। নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অর্ধ শতাব্দীরও আগে কবি-সুকান্ত এ অঙ্গীকার রেখে গেলেও আমরা কতটুকুতা পূরণ করতে পেয়েছি। এ প্রশ্ন আজ সবার।

আমাদের দেশে শতকরা ৫০ ভাগ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাকি ৫০ ভাগ শিশুর মধ্যে ৮০ ভাগই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার পর স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেকেই রুজির তাগিদে শম দেয়। কিন্তু এ মানসিকতাকে পরিবর্তন করা একান্তভাবে দরকার।

আমরা ভাল করেই জানি শিক্ষার প্রথম স্তরই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই প্রতি উপজেলায় দুটি করে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী প্রয়োজন। তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর হার বৃদ্ধি। তবেই সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত লক্ষ্যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল-কুরআনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষকে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। করুনাময় আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর কাছে যে বাণী প্রেরণ করেন তা একরা বিসমে একরা-পাঠ কর আমার প্রভুর নামে। তাই পাঠ করা বা শিক্ষা লাভ করা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। সমাজের নিরক্ষর ব্যক্তিকে আলোর পথে নিয়ে যাবার দায়িত্ব প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির! কিন্তু এব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত নাগরিকরা এবং ধনী শ্রেণীর লোকেরা একেবারেই উদাসীন।

অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব সচেতন মানুষ যদি এগিয়ে আসতে পারত তবে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমাদের দেশ মুক্তি লাভ করতে পারতো অবশ্যই। এবং দেশের বর্তমান নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির নাম তালিকায় উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে সক্ষম হতো।